ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরোধাদির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

ধারা ৩৩

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে হুমকিস্বরূপ কোন বিরোধের ক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষগুলো পথমত আলাপ-আলোচনা,অনুসন্ধান,মধ্যস্থতা সালিশী, বিচার বিভাগীয় নিস্পত্তি, আঞ্চলিক সংস্থা বা ব্যবস্থাদির মারফত অথবা তাদের পছন্দমত অন্যান্য শান্তিপুর্ন উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করার চেষ্টা করবে।

২. প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য পক্ষগুলোকে আহবান জানাবে।

ধারা ৩৪

আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ বা বিবাদে পরিণত হতে পারে এরূপ কোন বিরোধ বা পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার কতটুকু আশঙ্কা রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ তা অনুসন্ধান করে দেখতে পারে।

ধারা ৩৫

১. জাতিসংঘের যে কোন সদস্য ধারা ৩৪-এ বর্ণিত যে কোন বিরোধ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারন পরিষদের দৃষ্টি আর্কষন করতে পারবে।

২. যদি জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন কোন বিবদমান রাষ্ট্র এই সনদে গৃহীত শান্তিপুর্ন মীমাংসা বাধ্যবাধকতা মানতে সম্মত *াকে তবে ঐ রাষ্ট্র বিবাদটি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ অ*থবা সাধারন পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারে।

৩. এই ধারা অনুসারে আনীত বিষয়সমুহের ক্ষেত্রে সাধারন পরিষদের কার্যক্রম ধারা ১১ ও ১২- এ বর্নিত শর্তসাপেক্ষ হবে।

ধারা ৩৬

১.ধারা ৩৩- এ বর্নিত যে-কোন বিরোধ অথবা ঐ ধরনের কোন পরিস্থিতির যে কোন অবস্থায় তা সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত পদ্ধতি বা উপায় সুপারিশ করতে পারে।

২. বিবদমান পক্ষগুলো কর্তৃক মীমাংসার জন্য ইতি মধ্যেই গৃহীত যে কোন পদ্ধতি নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনা করে দেখা উচিত।

৩. এই ধারা অনুযায়ী সুপারিশাদি করার সময় নিরাপত্তা পরিষদের একথা ও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আইনগত বিবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধি অনুসারে ঐ আদালতের আশ্রয় নেওয়াই বিবদমান দলগুলোর পক্ষে বাঞ্চনীয়।

ধারা ৩৭

১.বিবদমান পক্ষগুলো ধারা ৩৩-এ বর্ণিত কোন বিবাদের বিষয় যদি ঐ ধারা অনুসারে মীমাংসা করতে সমর্থ না হয়, তবে তারা বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদ যদি মনে করে যে ঐ বিবাদ চলতে দেওয়া বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে সত্যিই আশঙ্কাজনক সে অবস্থায় পরিষদ ধারা ৩৬ অনুসারে কোন কর্মপন্থা গ্রহন যায় কি না অথবা অন্য কোন উপযুক্ত মীমাংসার সুত্র সুপারিশ করা প্রয়োজন আছে কি না তা বিবেচনা করে দেখবে।

ধারা ৩৮

যদি কোন বিরোধপূর্ন বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদ অনুরুদ্ধ হয় তবে ঐ পরিষদ শান্তিপূর্ন মীমাংসার জন্য ধারা ৩৩ থেকে ৩৭ পর্যন্ত বর্ণিত বিধানসমূহের কোন প্রকার ব্যত্যয় না করে বিবদমান পক্ষগুলোর কাছে সুপারিশাদি পাঠাতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তিভঙ্গ এবংআক্রমণাত্মক কার্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা

ধারা ৩৯

শান্তির প্রতি কোন হুমকি রয়েছে কি না শান্তিভঙ্গ হয়েছে কি না অথবা কোন আক্রমনাত্মক কার্য ঘটেছে কি না, নিরাপত্তা পরিষদ তা নির্ধারণ করবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখা বা পুনরুদ্ধার করার জন্য সুপারিশাদি করবে, অথবা ধারা ৪১ ও ৪২ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।

ধারা ৪০

পরিস্থিতির অবনতি প্রতিরোধকল্পে নিরপত্তা পরিষদ ধারা ৩৯ অনুযায়ী সুপারিশ জ্ঞাপন বা কর্মপন্থাসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অথবা বাঞ্জনীয় সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে ।এই সাময়িক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অধিকার ,দাবি অথবা অবস্থান কোন প্রকারে ব্যহত হবে না । ঐরুপ সাময়িক ব্যবস্থাদি পালনে ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশ নিরাপত্তা পরিষদ যথাযথভাবে করবে ।

ধারা ৪১

নিরাপত্তা পরিষদ তার সিদ্বান্তগুলোকে কার্যকর করার জন্য সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অন্যান্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা স্থির করবে এবং জাতিসংঘের সদস্যদের সেগুলো কার্যে বাস্তবায়ণ করার জন্য আহ্বান জানাবে ।সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আর্থিক সম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ,রেলপথ,আকাশ,তারা,রেডিও এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করা এবং কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রভৃতি এসব ব্যাবস্থার অর্ন্তভুক্ত।

ধারা ৪২

ধারা ৪১-এ বর্ণিত ব্যবস্থাদি অপর্যাপ্ত হবে বলে অথবা অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে বলে যদি নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে,সেক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক শান্তি, নিরাপত্তা রক্ষা বা পুনরুদ্ধারকল্পে পরিষদ বিমান,নৌ ও স্থলবাহিনীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পরে ।জাতিসংঘের সদস্যদের সামরিক মহড়া ,অবরোধ সৃষ্টি অথবা নৌ,বিমান ও স্থলবাহিণী নিয়োগ করে সামরিক শক্তি প্রদশর্ন প্রভৃতি এই ব্যবস্থাদির অর্ন্তভুক্ত হতে পরে ।

ধারা-৪৩

১. আন্তর্জাতিক শক্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘের সকল সদস্য নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বানের প্রেক্ষিতে এবং একটি বিশেষ চুক্তি অথবা চুক্তিসমুহ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক শক্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক বাহিনী,সহয়তা এবং যাতায়াতের অধিকারসহ সুযোগ-সুবিধা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২. সামরিক দলের সংখ্যা ও প্রকারভেদ,তাদের প্রস্তুতির মাত্রা এবং সাধারণ অবস্থানক্ষেত্র এবং কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও সহয়তা তাদের দেওয়া হবে,এইরূপ চুক্তি বা চুক্তি বা চুক্তিসমূহের দ্বারা তা নির্নয় করা হবে।

৩. যথাসম্ভব দ্রত নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে এই চুক্তি বা চুক্তিসমূহের জন্য আলোচনা শুরু করা হবে। নিরাপত্তা পরিষদ ও সদস্যবৃন্দ অথবা নিরাপত্তা পরিষদ ও সদস্যেদের বিভিন্ন দলের মধ্যে চুক্তিগুলো সম্পাদিত হবে এবং রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ সংবিধান মোতাবেক অনুমোদনসাপেক্ষ থাকবে।

ধারা৪৪

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহনক করা হলে, ধারা ৪৩ এর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী যোগানোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিনিধিত্ববিহীন কোন সদস্যকে আহবান করার পূর্বে সেই সদস্যের ইচ্ছাসাপেক্ষে তার সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কিত আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ তাকে আহবান জানাতে পারবে।

ধারা ৪৫

জরুরী সামরিক ব্যবস্থাদি গ্রহণে জাতিসংঘকে সক্ষম করার জন্য সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সদস্যরা নিজ নিজ জাতীয় বিমান বাহিনীকে অবিলম্বে প্রস্তুত করবে। এইসব বাহিনীর শক্তি ও প্রস্তুতির মাত্র এবং যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিকল্পনাদি সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিরূপিত হবে এবং তা ৪৩ ধারায় বর্ণিত বিশেষ চুক্তি বা চুক্তিসমূহের শর্তের মধ্যে সীমিত থাকবে।

ধারা ৪৬

সামরিক বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কিত পরিকল্পনাদি সামরিক স্টাফ কমিটির সহায়তায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তক প্রণীত হবে।

ধারা ৪৭

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সামরিক প্রয়োজনাদি সম্পর্কিত সকল প্রশ্ন, পরিষদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত সামরিক বাহিনীর অধিনাকত্ব ও নিয়োগাদি, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং সাম্ভাব্য নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে উপদেশ ও সহায়তা প্রদানের জন্য একটি সামরিক স্টাফ কমিটি গঠন করা হবে।
২. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণের সেনাধ্যক্ষদের অথবা তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সামরিক স্টাফ কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি সুষ্ঠ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হলে কমিটিতে স্থায়ী প্রতিনিধিত্ববিহীন জাতিসংঘের যে-কোন সদস্যকে কমিটি সংযুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে।
৩. নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে সামরিক স্টাফ কমিটি পরিষদের অধিকারে আরোপিত যে-কোন সামরিক বাহিনীর কৌশলগত পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবে। এসব বাহিনীর আজ্ঞা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরবর্তীতে স্থির করা হবে।
৪. নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং যথাযথ আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করে সামরিক স্টাফ কমিটি আঞ্চলিক উপ-কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

ধারা ৪৮

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ পালন করার জন্য যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে তা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশানুযায়ী জাতিসংঘের সকল সদস্য বা কিছু সংখ্যক সদস্য কর্তৃক কার্যকর করা হবে।
২. এই সিদ্ধান্ত জাতিসংঘের সদস্যগণ কর্তৃক সরাসরি অথবা তাদের সদস্যভুক্তি রয়েছে এরূপ উপযুক্ত আন্তর্জঅতিক সংস্থাসমূহের কাজের মধ্য দিয়ে পালিত হবে।

ধারা ৪৯

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত কর্মপন্থা অনুসরণ করার জন্য জাতিসংঘের সদস্যবৃন্দ পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদানে স্বীকৃত থাকবে।

ধারা ৫০

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক বা বাধ্যতামূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের অপর যে-কোন সদস্য অথবা সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র ঐসব কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে যদি কোন বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয় তা'হলে ঐসব সমস্যার সমাধানকল্পে সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আলোচনা করার অধিকার থাকবে।

ধারা ৫১

জাতিসংঘের কোন সদস্যের উপর কোন সশস্ত্র আক্রমণ ঘটলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ করছে ততক্ষণ সেই রাষ্ট্রের একক সহজাত অধিকার বা যৌথ আত্মরক্ষার অধিকার সম্বন্ধে বর্তমান সনদের কোন অংশই অন্তরায় হবে না। আত্মরক্ষার এই অধিকার কার্যকর করার জন্য সদস্যগণ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাদি সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করতে হবে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য এই সনদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা গ্রহণে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃক ও দায়িত্ব কোন মতেই বাধাগ্রস্ত হবে না।

পরের অধ্যায় দেখার জন্য ক্লিক করুন